ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিনে

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বৃষ্টির মধ্যে কলকাতার রাস্তায় ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

ভারতের বিশ্বকাপ দল চূড়ান্ত, ১৫ জনের স্কোয়াডে থাকছেন যারা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৪৯ ● কলকাতা ● ২২ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের ফোনে

মেজাজ হারালেন ক্যানিং মহকুমা শাসক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে।তাতেই তার জমি জায়গা কেড়ে নেওয়ার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে ক্যানিং মহকুমা অফিস থেকে সম্পাদকের জমিগুলো অন্য লোকের নামে পাট্টা করে দিয়েছে। সে বিষয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্যানিং মহকুমা শাসকের অফিসে লিখিত জানিয়েছিল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজেই। সেসব জমিগুলো আজও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের দখলে রয়েছে। বি এল আর ও তদন্ত করে দেখেও নিয়েছে যে দখলদার এবং মালিকানা সরদার পরিবারের ওই জমিগুলো। তারপরে এসডিও সাহেবের সঙ্গে সম্পাদক

এরপর ৩ পাতায়

ইন্ডিয়া জোটের বড় জয়! ধূপগুড়ি জয়ের পরেই

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির কাছ থেকে ধূপগুড়ি ছিনিয়ে নিল তৃণমূল! প্রায় চার হাজারের বেশি ভোটে জয় তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের। আর এই জয়ের পরেই বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।অন্যদিকে অভিষেকও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ধূপগুড়ির মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি লিখছেন, ঘৃণা এবং ধর্মান্ধতার রাজনীতিকে উন্নয়নের রাজনীতি হারিয়ে দিয়েছে। তবে ধূপগুড়ির উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও এদিন বলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নেই ধূপগুড়ির মানুষ ভরসা রেখেছে। সাম্প্রদায়িকতা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের উপরেই ভরসা রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন ফিরহাদ হাকিম।একই সঙ্গে ধূপগুড়ির মানুষকেও ধন্যবাদ জানালেন তিনি। অন্যদিকে সে জেলার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।রাজধানী দিল্লিতে আগামীকাল শনিবার থেকে বসছে জি-২০ সম্মেলন। ইতিমধ্যে একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত থাকবেন। আর এই সম্মেলন শেষে রাষ্ট্রপতির দেওয়া নৈশভোজের আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর সেখানেই যোগ দিতে শুক্রবার দিল্লি উড়ে গিয়েছেন।

আর তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর সেখান থেকেই ধূপগুড়ি জয়ের জন্যে মানুষকে ধন্যবাদ জানান। মমতা বলেন, ধুপগুড়ির মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। চা বাগান থেকে শুরু করে রাজবংশী সম্প্রদায় ও হিন্দু মুসলিম সকলের যেভাবে তৃণমূলকে সমর্থন করেছে।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে নয়া মোড়,

১৫ রেজিস্ট্রারকে শো-কজ শিক্ষা দফতরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে এবার নয়া মোড়। ১৫ জন রেজিস্ট্রারকে শো-কজের সিদ্ধান্ত শিক্ষা দফতরের। এদিন বিকাশভবনের ডাকা বৈঠকে যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরাই পড়তে চলেছেন শো-কজের মুখে। প্রসঙ্গত, ব্রাত্য বৈঠক ডাকলেও সেখানে রেজিস্ট্রাররা যাবেন কি না, তা নিয়ে চাপানউতোর চলছিলই। এরইমধ্যে শোনা যায় উপচার্যদের কাছে গিয়েছে রাজভবনের চিঠি।প্রসঙ্গত, রেজিস্ট্রারদের দেওয়া আচার্যের নির্দেশ নিয়েও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কীভাবে আচার্য হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে রেজিস্ট্রারদের যেতে নিষেধ করতে পারেন তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর দাবি, এ তো এক প্রকার হুমকির সামিল। এখানেই শেষ নয়। এদিন রাজ্যপাল তথা আচার্যের বিরুদ্ধে লাগাতার চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগতে দেখা যায় তাঁকে। বলেন, প্রথম প্রথম যখন বিষয়গুলি ঘটছিল তখন ভাবছিলাম খলজি সদৃশ কাজ করছেন আচার্য। পরবর্তীতে বুঝলাম মহম্মদ বিন

এরপর ৩ পাতায়

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তৈরি জি২০ নথিতে

ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো (ডিপিআই) ভারতের ওপর এক রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্যের জন্য জি২০ বিশ্ব অংশীদারিত্ব বিষয়ে https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20_POLICY_RECOMMENDATIONS.pdf নথি তৈরি করেছে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারতে ডিপিআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাবের প্রশংসা করা হয়েছে। নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে ডিজিটাল গণ পরিকাঠামোর চালচিত্রের রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত নীতিগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:

ভারতের ডিপিআই পদ্ধতির প্রশংসা করে বিশ্ব ব্যাঙ্কের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত মাত্র ৬ বছরে যা অর্জন করেছে, তা করতে সাধারণভাবে প্রায় ৫ দশক সময় লাগে।

● জনধন যোজনা- আধার ও মোবাইল নম্বর (জেএএম)-এই তিনের সংযুক্তি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হারকে চালিত করেছে। ২০০৮ সালে যেখানে প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে এই হার ছিল ২৫ শতাংশ, গত ৬ বছরে তা বেড়ে ৮০ শতাংশেরও বেশি হয়েছে। এই কাজ করতে যে সময় লাগা উচিত ছিল, ডিপিআই-এর সুবাদে তা করতে ৪৭ বছর কম সময় লেগেছে।

● নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক বাধা কাটিয়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ডিপিআই-এর ভূমিকা সন্দেহাতীত। ডিপিআই-এর সুযোগ সুবিধার ওপর ভিত্তি করে যে নীতিগুলি তৈরি করা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আধার ব্যবহার, অ্যাকাউন্ট অধিকার সম্প্রসারণে জাতীয় নীতি সহ বিভিন্ন বিষয় এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

● সূচনালগ্ন থেকে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিয়াই) অ্যাকাউন্ট খোলার সংখ্যা ৩ গুণ হয়েছে। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে এই সংখ্যা যেখানে ১৪৭.২ মিলিয়ন ছিল, ২০২২এর জুনে তা বেড়ে ৪৬২ মিলিয়ন হয়েছে। এরমধ্যে মহিলাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টের হার ৫৬ শতাংশ যা ২৬০ মিলিয়নেরও বেশি।

● জন ধন প্লাস কর্মসূচি কম উপার্জনকারী মহিলাদের সঞ্চয়ের বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছে। এর ফলস্বরূপ মহিলা গ্রাহকের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি (২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) হয়েছে এবং মাত্র ৫ মাসে গড় ব্যালেন্স ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে স্বল্প আয়ের ১০ কোটি মহিলা সঞ্চয় কাজে যুক্ত হয়েছেন। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে।

সরকার থেকে ব্যক্তিকে (জি২পি) অর্থ প্রদান:

● গত দশকে ভারত ডিপিআই-এর সাহায্যে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল জি২পি ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে।

● এই পদক্ষেপের সাহায্যে ৩১২টি প্রধান প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩টি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক থেকে প্রায় ৩৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো হয়েছে।

● এর ফলস্বরূপ ২০২২-এর মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় হয়েছে যা জিডিপি-র প্রায় ১.১৪ শতাংশের সমান।

ইউপিআই:

● ২০২৩ সালের মে মাসে ইউপিআই-তে ৯.৪১ বিলিয়নেরও বেশি লেনদেন হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১৪.৮৯ ট্রিলিয়ন টাকা।

● ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ইউপিআই লেনদেনের মোট মূল্য ছিল ভারতের জিডিপি-র প্রায় ৫০ শতাংশ।

বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য ডিপিআই-র সম্ভাব্য সংযোজিত মূল্য:

● ভারতের ডিপিআই জটিলতা কমিয়ে এবং খরচ ও সময়ের সাশ্রয় করে বেসরকারী সংস্থাগুলির দক্ষতা বাড়িয়েছে।

● এমনকি কিছু ব্যাঙ্ক বর্হিভূত আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলিকে ৮ শতাংশেরও বেশি বিনিময় হারে ঋণ দিয়েছে। এতে অবচয় খরচের ৬৫ শতাংশ সাশ্রয় হয়েছে এবং প্রতারণা শনাক্তকরণ সংক্রান্ত খরচ ৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

● শিল্প সংস্থার অনুমান অনুযায়ী ভারতে ডিপিআই ব্যবহারের সাহায্যে গ্রাহক আকর্ষণে ব্যাঙ্কের খরচ ২৩ মার্কিন ডলার থেকে কমে ০.১ মার্কিন ডলার হয়েছে।

ব্যাঙ্কগুলির কেওয়াইসি-র জন্য সম্মতি খরচ হ্রাস:

● ভারত ডিজিটাইজড, কেওয়াসি পদ্ধতি সরলীকরণ এবং খরচ কমাতে বদ্ধপরিকর। ব্যাঙ্কগুলির ই-কেওয়াইসি ব্যবহারে তাদের সম্মতি খরচ ০.১২ মার্কিন ডলার থেকে কমে ০.০৬ মার্কিন ডলার হয়েছে। খরচ হ্রাস পাওয়ায় নিম্ন আয়ের গ্রাহকদের পরিষেবা ক্ষেত্রে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং নতুন পণ্য সম্প্রসারণে লাভ এসেছে।

দেশের বাইরে লেনদেন:

● ইউপিআই-পে এখন ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে আন্তঃসংযোগকারী ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। জি২০-র আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত অগ্রাধিকারগুলির সঙ্গে এটিকে এক সারিতে রেখে দেশের সীমানার বাইরে লেনদেন ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত, সস্তা এবং আরও স্বচ্ছ করে তুলেছে।

অ্যাকাউন্ট এগ্রিগেটর (এএ) ফ্রেমওয়ার্ক:

● ভারতের অ্যাকাউন্ট এগ্রিগেটর ফ্রেমওয়ার্কের লক্ষ্য হল দেশের তথ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলা এবং সংস্থাগুলিকে বৈদ্যুতিন সম্মতি পরিকাঠামোর মাধ্যমে শুধুমাত্র গ্রাহকদের সম্মতিক্রমে তথ্য ভাগ করে নিতে সাহায্য করে। আরবিআই এই পরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

● তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য সক্ষম এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা মোট ১.১৩ বিলিয়ন।

তথ্য সশক্তিকরণ ও সুরক্ষা পরিকাঠামো (ডিইপিএ):

● ভারতের ডিইপিএ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেদের তথ্য নিয়ন্ত্রণের অনুমোদন দেয়। এমনকি পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে তথ্য ভাগ করে নিতেও সাহায্য করে।

নাকতলায় অতীত পার্থ, মান্নার গান ধার করে

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'হৃদয়ে লেখ নাম'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার দুর্গাপুজোর সঙ্গে বরাবরই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রাজনীতি। একডালিয়া এভারগ্রিন যেমন এখনও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো হিসাবেই পরিচিত। তেমনই নাকতলা উদয়ন সংঘের দুর্গাপুজোও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পুজো বলেই জানেন সকলে। কিন্তু গতবছর থেকেই নাকতলা -পার্থ সম্পর্কে যেন ছেদ পড়েছে। এই নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন খোদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেই। শুক্রবার নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদনের শুনানিতে হাজির ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সেখান থেকে বেরনোর সময় পার্থকে সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরেন। এরপর নাকতলা নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "খুব ভাল সিদ্ধান্ত। অরূপ অনেক সুদক্ষ পুজো সংগঠক।" তিনি এই কথা বলতেই পার্থকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, "কিন্তু আপনার নামে তো এতদিন নাকতলার পুজো হতো। সেই জায়গায় অরূপ বিশ্বাসের নাম বসানো হল। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন না? প্রশ্ন শুনে গাড়িতে উঠে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "হৃদয়ে লেখ নাম রয়ে যাবে।" হৃদয়ের নেমপ্লেটে নাম হয়তো রয়ে যাবে, কিন্তু নাকতলা যে সেই নেমপ্লেটটাই সরিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে, তা বুঝতে পেরেই কি মান্নার গানের আশ্রয় নিলেন পার্থ? উত্তর অজানা। তারমধ্যে এবছর সেখানে ঢুকে পড়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুরুচি সংঘের পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা অরূপ বিশ্বাস। তাঁকেই পুজো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বানানো হয়েছে।

সেই নিয়ে এবার মুখ খুললেন পার্থ। অরূপকে দক্ষ সংগঠক দাবি করে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জানালেন, নাকতলার এই সিদ্ধান্ত খুবই কার্যকরী এবং ভাল।নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ২০২২ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলবন্দি হওয়ার পরেই নাকতলার দুর্গাপুজোর কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। একেবারে পুজোর মাসখানেক আগেই এই ঘটনা ঘটায় স্বভাবতই নাকতলার ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন অনেকে। তবে শত বিপত্তি পার করেও গতবছর বেশ বড় করেই পুজো করেছিলেন উদ্যোক্তারা। তবে এবছর খুঁটিপুজোর সময়ই দেখা যায় সেখানে উপস্থিত অরূপ বিশ্বাস। পরে নাকতলার পুজো কমিটি ঘোষণা করে, তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কি নাকতলা উদয়ন সংঘ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল?

নৈশভোজে যোগ দিতে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জি২০ সম্মেলনের একটি পর্বে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নৈশভোজ।তবে জি২০ সম্মেলনের কারণে দিল্লিতে জারি করা লকডাউনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রীদেরও। তাঁরা নিজেদের গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না। জি২০ এর জন্য যে নির্দিষ্ট গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীদের। নৈশভোজের পর ফের তাঁদের আবাসনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী যখন চাণক্যপুরীতে, সেই সময় শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। শনিবার মমতা-হাসিনা সাক্ষাত হওয়ার কথা। দুই নেত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল হওয়ার কারণে দুই বাংলার একাধিক বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে দিল্লি সফরে মমতা ব্যানার্জির কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন শেখ হাসিনা। ফলে, এবার দুই নেত্রীর মুখোমুখি সাক্ষাত দুই বাংলার প্রশাসনিক প্রধানের সম্পর্কে উষ্ণতা বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে নৈশভোজে মমতা ব্যানার্জি ছাড়াও যোগ দেবেন অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরাও। এই নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়। এখানেই প্রথম ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারত বলে উল্লেখ করা হয় দেশের নাম। যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ছাড়াও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন এই নৈশভোজে। ফলে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে ফের একবার এক মঞ্চে সামিল হতে চলেছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতানেত্রী, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীরা।সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দিল্লিতে পৌঁছান তিনি। চাণক্যপুরীর নতুন বঙ্গভবনে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার নৈশভোজে যোগ দিয়ে রবিবার সকালে কলকাতা ফিরবেন তিনি।

বহরমপুরেই বাধার মুখে অধীর,

ভাগীরথী নিয়ে তুলকালাম

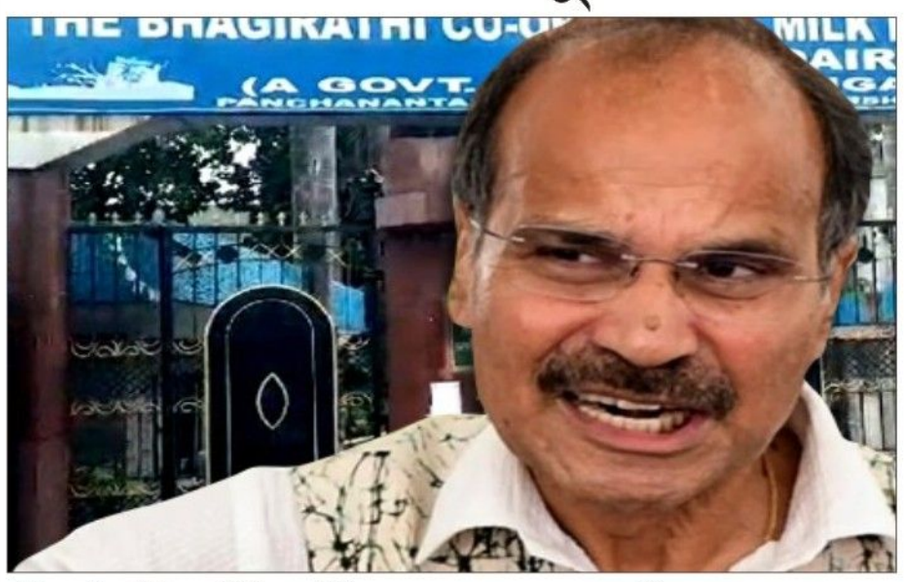

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যদিও পুলিশের দাবি, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই ভাবে সভা করা যায় না। ওই সভা ঘিরে এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তার জন্যই এই সভায় অনুমতি দিচ্ছিল না পুলিশ। দুপক্ষের বোঝা পড়ার পর প্রশাসনের নির্দেশ মেনে কংগ্রেসের পাঁচজন প্রতিনিধি ডেপুটেশন জমা দিতে যায়।পুলিশ পথ আটকালে অধীরবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা এরপর প্রতিবাদ জানান। শুরু হয়ে যায় দুপক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি।

মিছিলে যাওয়ার আগে বাংলার দুধ চাষিদের বঞ্চনা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন অধীরবাবু। সেখানে তিনি বলেন, 'ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের যাঁরা দুধ উতপাদক তাঁদের আমরা দুগ্ধচাষি বলি। তাঁরা দীর্ঘ দিনধরেই বঞ্চিত। সারা দেশের দুধের সমবায়ের তাক লাগানো প্রসার ঘটেছে।'

অধীরবাবুর অভিযোগ, এরাজ্যে দুধ চাষিদের আর্থিক পরিস্থিতি অন্য রাজ্যের দুধ চাষিদের তুলোনায় করুণ। যখন অন্যান্য রাজ্যে সমবায়ের মাধ্যমে দুধচাষিদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক সমবায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জানা গেছে, এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষ করেই ডেপুটেশন দিতে জমা দিতে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অধীরবাবু। মাঝরাস্তা আচমকাই তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ। অধীরবাবুকে জানায় তাঁদের আর এগোতে দেওয়া যাবে না। এরপরেই পুলিশের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

অধীরবাবু বাধা পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, 'ডিস্ট্রিক কালেক্টর সব ভুলে গেছেন। ওঁরা আইন-কানুন সব ভুলে গেছেন।'

জি-২০ নৈশভোজে আমন্ত্রিত নন মল্লিকার্জুন খাড়গে,

ডাক দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জি-২০ বৈঠকের আগে নৈশভোজে ব্রাত্য করে রাখা হল দেশের বৃহত্তম বিরোধী দলকে। বৈঠকের আগের দিন রাষ্ট্রপতি আয়োজিত নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হল না কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। সরকারি সূত্রের খবর, কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাকেই ডাকা হয়নি ওই বৈঠকে।তবে খাড়গে আমন্ত্রণ না পেলেও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সৌজন্যে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। আমন্ত্রণ পেয়েছেন দেশের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিং এবং এইচ ডি দেবেগৌড়া। রাষ্ট্রপতির ওই নৈশভোজে দেবেগৌড়া যোগ দেবেন বলেই খবর। থাকতে পারেন মনোমোহনও।জি-২০ বৈঠকের আগে শনিবার রাতে সব রাষ্ট্রনেতাদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করছেন রাষ্ট্রপতি। তাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে । তাতপর্যপূর্ণভাবে খাড়গে কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাও বটে। সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান মর্যাদা পান। তা সত্ত্বেও তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও সরকারি সূত্র বলছে, কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই ওই বৈঠকে ডাকা হয়নি। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সরকারের সব দপ্তরের মন্ত্রী। শীর্ষস্তরের আমলা। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালদের। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত অন্তত ৫০০ জন শিল্পপতি। সেই অতিথি তালিকায় তাই ঠাঁই দেওয়া হয়নি রাজনৈতিক নেতাদের। যদিও এই ধরনের সম্মেলন দেশে হলে সব পক্ষকে আমন্ত্রণ জানানোই রীতি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

ইন্ডিয়া জোটের বড় জয়! ধূপগুড়ি জয়ের পরেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

এটা বিজেপির একটা শক্ত ঘাঁটি। বিজেপির বিভিন্ন নেতা মিনিস্টার একমাস ধরে সব ওখানে পড়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের বড় জয়। সারা বাংলার জয় বলে মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, সারা ভারতে নির্বাচন হয়েছে। সাতটা সিটের মধ্যে চারটিতে বিজেপি হেরেছে। উত্তর প্রদেশের মত জায়গাতে বিজেপি হেরেছে। ত্রিপুরায় দুটো আসনে জিতেছে, সেখানে কাউকে লড়তেই দেয়নি। ৯০ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করেছে। ইন্ডিয়া জোটের এটা বড় জয় বলেও ব্যাখ্যা করেন প্রশাসনিক প্রধান।

১-ম পাতার পর

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে নয়া মোড়, ১৫ রেজিস্ট্রারকে শো-কজ শিক্ষা দফতরের

তুঘলকের মতো তুঘলকি আচরণ করছেন তিনি। সেখানে রেজিস্ট্রাররা যাতে বিকাশভবনে না যান সে বিষয়টি দেখতে বলা হয়। যা নিয়ে বিতর্ক চলছিলই। এরইমধ্যে শুক্রবার বিকাশভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সভাপতিত্বে হয় বৈঠকে। কিন্তু, গরহাজির ছিলেন অনেক রেজিস্ট্রারই। এরইমধ্যে বিকাশভবনের শো-কজ নিয়ে শুরু নয়া চর্চা।এদিকে একদিকে বিকাশভবনের ডাক, অন্যদিকে রাজ্যপাল তথা আচার্যের নিষেধাজ্ঞার জেরে বৃহস্পতিবার থেকেই তুমুল চাপে ছিলেন রেজিস্ট্রারেরা। সোজা কথায় শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থায় তথৈবচ অবস্থা হয় সকলের। কারা ব্রাত্যর বৈঠকে আসবেন আর কারা আসবেন না তা নিয়ে বাড়তে থাকে জল্পনা। বিতর্কের মধ্যেই আবার শুক্রবার ইস্তফা দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস। যা নিয়ে আরও বাড়ে বিতর্ক। সূত্রের খবর, এদিনে বৈঠকে যে ১৫ রেজিস্ট্রার যোগ দেননি তাঁদের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই শো-কজ লেটার পৌঁছে যাবে বলে খবর। কেন তাঁরা খরচাপাতি-হিসাবনিকেশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে এলেন না।

১-ম পাতার পর

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের ফোনে মেজাজ হারালেন ক্যানিং মহকুমা শাসক

গতকাল সকালে যোগাযোগ করতে চাইলে, তিনি ফোন ধরেননি। পরবর্তী সময়ে ফোন ধরে হুমকির সুরে মৃত্যুঞ্জয় সরদার সম্পাদক কে বারবার ফোন করবেন না বলে, তোমার জমির বিষয়ে কিছু করা যাবে না বলে, মেজাজ হারালেন ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং। প্রশ্ন হচ্ছে প্রতীক সিং বাবু জনগণের পরিষেবা দেওয়ার জন্য ক্যানিং মহকুমার শাসক হিসেবে এসেছেন, সেখানে সম্পাদক কেন সাধারণ মানুষ এস ডি ও সাহেব প্রতীক সিংকেই ফোন করবে যোগাযোগ করবেন সমস্যা হলে এটাই স্বাভাবিক, তারমানে এই নয় উনি বিরক্ত হবেন বা মেজাজ হারাবেন। আরেকটি প্রশ্ন, ক্যানিং মহাকুমার অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে এইভাবে তো কথা বলেন না মহাকুমার শাসক। তাহলে কি আমাদের সম্পাদক নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে বলে সত্যি সত্যি তাকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করছে জমি জায়গা থেকে। না তিনি কোন একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে এসব করছেন। সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে ক্যানিং মহকুমা শাসক নিজেই, তা না হলে এত বিরক্ত হওয়ার বা কাজ না করে দেওয়ার এ পরিকল্পনা কেন? কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সঙ্গে এসব হচ্ছে? সত্যি সত্যি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার এর পরিবারের জমিগুলো কি তাহলে প্রশাসনসহ রাজনৈতিক নেতারা জমি গুলো কেড়ে নেওয়া পরিকল্পনা চলছে? পরে সম্পাদক এসডিও সাহেব কে এসএমএস করেছেন তিনি জানতে চেয়েছিল যে ক্যানিং অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি এভাবে কথা বলেন কিনা। তাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের কোনো সমস্যা হলে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবে এস ডি ও সাহেব কে নয়। সমস্যায় পড়লে কাকে জানাবে এসডিও সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছিল সম্পাদক নিজে। এসডিও প্রতীক সিং তার এসএমএসে কোন উত্তর দেননি। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, প্রশ্ন হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার জমি জায়গা বিষয় নিয়ে খুন হয়ে যেতে পারে, তাহলে কি সেই খবরটি সত্যি হতে চলেছে। তা না হলে এসডিও কেন এভাবে মেজাজ ছাড়িয়ে কথা বলবেন। এসডিও সাহেব তো তাদের ব্যস্ততা থাকতেই পারে কিন্তু জনসাধারণের ও মিডিয়া পার্সন এর সঙ্গে তো কথা বলতেই হয়। প্রশ্ন হল বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, কয়েকদিন আগে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোর জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক নেওয়ার জন্য দখলে থাকা জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে ? মহাকুমার শাসক প্রতীক সিংয়ের কথাতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, মাছ চাষ ও পোল্ট্রি চাষ করে সেগুলো বিক্রি করে সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বাকি রয়েছে সে কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের। নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা সাম নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনো ভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। নেতা সহ প্রশাসনের একাংশ মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তার পরিবারের মিথ্যা মামলা কিভাবে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা অব্যাহত। তার পরিবারের উপরে যে অন্যায়গুলো হচ্ছে তার বিচার পাচ্ছে না সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। এদিকে পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সুরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরদারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

এয়ারফোর্স-১ বিমানে উঠলেন বাইডেন,

সন্ধ্যায় আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়াশিংটন ডিসি ও নয়াদিল্লি ৮ সেপ্টেম্বর: ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন । স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার অ্যানড্রিউজ এয়ার বেস থেকে এয়ারফোর্স-১ বিমানে উঠেছেন তিনি । শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে নামার পরে জো বাইডেন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়া জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে আগত অন্য রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । তবে ভারতে থাকাকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের নির্ধারিত কোভিড প্রোটোকল মেনে চলবেন।

জি-২০ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর্জেন্তিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, রিপাবলিক অফ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ।জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে তিনি দিল্লিতে অবতরণ করবেন । ৯-১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । হোয়াইট হাউজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও বৈঠক করবেন ।

এক্সে (টুইটার) বাইডেন লিখেছেন, "আমি জি-২০ বৈঠকের জন্য রওনা দিয়েছি । আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম প্রধান মঞ্চ ।" তবে ৭২ বছর বয়সি ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন ভারতে আসছেন না । তাঁর করোনা হয়েছিল। শেষ কোভিড পরীক্ষার ফলাফলে সংক্রমণ ধরা না পড়লেও আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই থাকছেন জিল । গত কয়েকদিনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও বেশ কয়েকবার করোনা পরীক্ষা হয়েছে । এমনকী ভারতে রওনা দেওয়ার খানিক আগেই হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের করোনা পরীক্ষা হয়েছে । তবে তার সংক্রমণ ধরা পড়েনি । এদিকে, এই প্রথমবার ভারত জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করছে । শীর্ষ সম্মেলনের জন্য নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপম কনভেনশন সেন্টার সেজে উঠেছে ।

ভারত মণ্ডপমে দর্শকদের জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রকে তুলে ধরতে জি২০ সম্মেলন চলাকালীন ভারত মণ্ডপমে একাধিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রদর্শনীগুলি থেকে দর্শকরা এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন। সংস্কৃতি করিডর জি২০ সম্মেলনস্থান ভারত মণ্ডপমে এক অনন্য আন্তর্জাতিক প্রকল্প- 'সংস্কৃতি করিডর-জি২০ ডিজিটাল জাদুঘর' তুলে ধরা হবে। এই সংস্কৃতি করিডর জি২০ সদস্য এবং আমন্ত্রিত দেশগুলির ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে। সেখানে জি২০ সদস্য ও ৯টি আমন্ত্রিত দেশের অনন্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন এবং ঐতিহ্য থাকবে। এই সংস্কৃতি করিডর পারস্পরিক বোঝাপড়া, বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, জ্ঞান বন্টন, অন্তর্ভুক্তি, সমতা এবং অভিন্ন অস্তিত্বের উপলব্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য এক শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট অঞ্চল :

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট অঞ্চলটি ১৪ এবং ৪ নম্বর হলে তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে দর্শকরা ভারতে বাস্তবায়িত প্রযুক্তির শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এক অনন্য সুযোগ পাবেন। আধার, ডিজিলকার, ইউপিআই, ই-সঞ্জীবনী, দীক্ষা, ওএনডিসি, আস্ক জিআইটিএ-এর মতো ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগগুলি সেখানে স্থান পাবে। আস্ক জিআইটিএ-নির্দেশিকা, অনুপ্রেরণা, রূপান্তর এবং পদক্ষেপ-আধুনিক কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তির সঙ্গে ভগবত গীতার প্রাচীন জ্ঞানকে একত্রিত করেছে। সেখানে মাইগভ, কো-ইউন, উমঙ্গ, জনধন, ইন্যাম, জিএসটিএন, ফাসট্যাগ এবং সরকারের অন্য উদ্যোগগুলিও স্থান পাবে। আরবিআই-এর উদ্ভাবনী প্যাভিলিয়ন :

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) জি২০ সম্মেলনে অত্যাধুনিক আর্থিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করবে। সেখানে আর্থিক চালচিত্রে বিপ্লব আনতে শক্তিশালী দিকগুলি তুলে ধরবে তারা। আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতের উদ্ভাবনী অনন্য বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে। এমনকি তাদের পরিষেবাগুলিও প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা, ডিজিটালভাবে কাগজ বিহীন পদ্ধতিতে ঋণ দানের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার, ইউপিআই ওয়ান ওয়ার্ল্ড মতো অনন্য লেনদেন ব্যবস্থাপনা এবং ভারত বিল পেমেন্টস-এর মাধ্যমে দেশের বাইরেও লেনদেন পদ্ধতি ইত্যাদি।

লেনদেন পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা কেন্দ্র :

ইউপিআই ওয়ান ওয়ার্ল্ড হল ভারতে কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই এমন বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য লেনদেন ব্যবস্থাপনা। বিদেশী নাগরিকরা ভারতে থাকার সময় নির্ঝঞ্ঝাটে, বিনামূল্যে এবং নিরাপদভাবে লেনদেনের জন্য ইউপিআই-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি প্রিপেড পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট খুলতে পারবেন। প্রতিনিধিরা ইউপিআই ওয়ান ওয়ার্ল্ড-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। তাদের ওয়ালেটে ২০০০ টাকা জমা দেওয়া হবে, যা তারা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবেন।

কারুশিল্প বাজার :

ভারত মণ্ডপমের ৩ নম্বর হলে একটি কারুশিল্প বাজার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হস্তশিল্প প্রদর্শিত হবে। মূলত এক জেলা, এক পণ্যের ওপর নজর দিয়ে এবং জিআই ট্যাগ সম্বলিত সামগ্রীগুলি সেখানে স্থান পাবে। অতিথিরা স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যগুলি কেনার সুযোগ পাবেন। প্রায় ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এমনকি খাদি গ্রাম ও শিল্পোদ্যোগ কমিশন, ট্রাইফেডের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এই কারুশিল্প বাজারে অংশগ্রহণ করবে। কারিগরদের দক্ষতা ও সূক্ষ্ম কারুকাজ সরাসরি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার ২২ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

খুনের খবর করে 'ঘরছাড়া' সাংবাদিক! থানার আইসিকে আদালতে তলব, নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের নির্দেশ

পারিবারিক অশান্তির জের গিয়ে পড়ল হাইকোর্টে । ঘটনার সূত্রপাত একটি ইটভাটাকে কেন্দ্র করে। প্রায় ১০ বছর আগে পারিবারিক ইটভাটার মালিকানা নিয়ে একটি খুন হয়। প্রকাশ্যে পিটিয়ে খুন করা হয় মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার এক যুবককে। সেই খবর করতে গিয়েই বিপাকে পড়েন এক সাংবাদিক ।যা শুনে বিচারপতির সরকারি আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, নিশ্চয়ই ব্লক সভাপতি গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি পলাতকও নন। তিনি নাকি এর মধ্যে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন বলে অভিযোগ। সেটাও পুলিশের নিরাপত্তায় হয়েছে কিনা জানতে চান বিচারপতি।

শুনানি শেষে আদালত নির্দেশ দেয়, মামলাকারীদের সুতি থানার ওসি নিজে নিরাপত্তা দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। জেলায় পুলিশ সুপার নিজে এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নেবেন। তদন্তকারী অফিসার এই ঘটনায় আর এক পাও তদন্ত এগোবেন না।

তদন্তকারী অফিসারকে কেস ডাইরি-সহ যাবতীয় নথি জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপারকে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি। আগামী শুনানিতে কেস ডাইরি-সহ তদন্তের অগ্রগতি আদালতে জানাবে এসপি, নির্দেশ বিচারপতির।

অভিযোগ দুষ্কৃতীদের ভয়ে ঘরছাড়া তিনি। সেই মামলায় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত, মামলাকারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বলল পুলিশকে। সেই সঙ্গে সুতি থানার আইসিকে তলব করা হয়েছে।

সুতি থানা এলাকার একটি ইটভাটাকে কেন্দ্র করে পরিবারের ভাইদের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরে ওই পরিবারের ছেলে নিশীথ দাসকে ভরা বাজারের মধ্যে পিটিয়ে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। সেই খুনের ঘটনা অনেকেই ক্যামেরাবন্দি করেন। স্থানীয় এক সাংবাদিক সেই ঘটনা নিয়ে খবরও করেছিলেন।

অভিযোগ, সেই খবর সামনে আসার পর থেকেই হুমকি পাচ্ছেন ওই সাংবাদিক ও মৃতের এক আত্মীয়। দুষ্কৃতীদের হুমকির ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন না তাঁরা। এমনকী ঘটনার ভিডিও ডিলিট করার অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ।শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে সুরাহা চেয়ে আবেদন করেন সাংবাদিক রাজু শেখ ও মৃতের ভাগ্নে সঞ্জু দাস। সেই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষের অভিযোগ, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত শাসক দলের ব্লক সভাপতি।

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা থাকবেন চাণক্যপুরীর নতুন বঙ্গভবনে,

সেখানেই উঠবেন রাজ্যপাল বোসও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জি ২০ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিতে এক দিন আগেই দিল্লি পৌঁছচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল সন্ধ্যায় তিনি নামবেন দিল্লি বিমানবন্দরে। নৈশভোজ পরশু। সূত্রের খবর, তার এক দিন আগেই মমতা দিল্লি আসছেন, কারণ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য শনিবার থেকে উড়ান চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আগামিকালই দিল্লিতে পৌঁছবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সন্ধ্যায়তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একান্ত বৈঠক। শনিবারের নৈশভোজে অন্য রাষ্ট্রনেতাদের পাশাপাশি হাসিনাও উপস্থিত থাকবেন। মমতার সঙ্গে তাঁর ওই নৈশভোজেই দেখা হবে ।দিল্লিতে তৃণমূল নেত্রী থাকবেন চাণক্যপুরীর নতুন বঙ্গভবনে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের আবহে আগামিকাল দিল্লি আসবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসও। তিনিও উঠবেন বঙ্গভবনেই। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে বোস আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যপাল হিসেবে।

আপাতত ঠিক রয়েছে, আপ আহবায়ক অরবিন্দ কেজরীওয়াল আগামিকাল রাতেই দেখা করতে আসবেন মমতার সঙ্গে। সম্প্রতি মুম্বইয়ে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র বৈঠকে কেজরীওয়ালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মমতার। মমতার মতো কেজরীওয়ালও চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব বিরোধী জোটের আসন সমঝোতার পর্বটি শেষ করতে। রাজ্যে যুযুধান দলই জাতীয় মঞ্চে শরিক হওয়ায় বাংলা, পঞ্জাব এবং দিল্লিতে এই আসন সমঝোতার সমীকরণ বেশ জটিল। ফলে দুই রাজ্যের শাসক দল, তৃণমূল এবং আপের এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

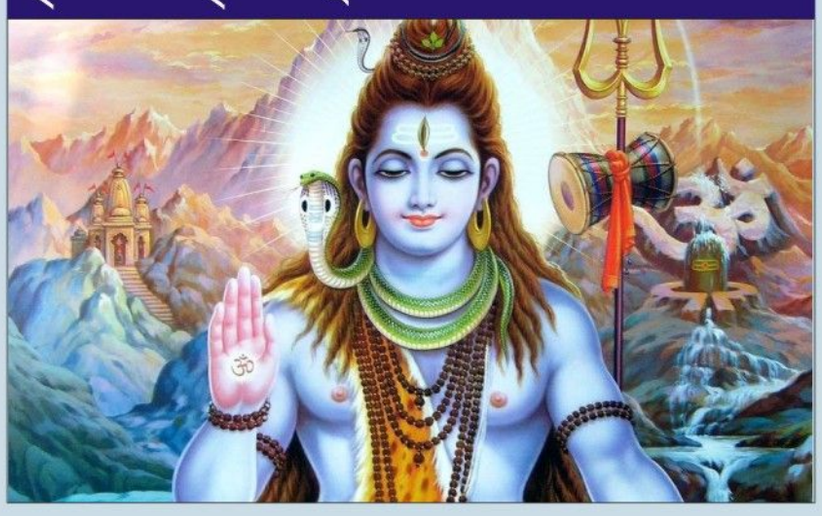

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

হয়। অবশ্য 'শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা'কে প্রতিটি হিন্দুই সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী বলে বিশ্বাস করে। সর্বসাধারণের নিকট বেদের শিক্ষা প্রচার ও এর মর্মকথা উদ্‌ঘাটনে যেসব গ্রন্থ বিদ্যমান তন্মধ্যে বেদান্ত সূত্র ও এই ভগবৎ গীতাই সুপ্রসিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে সনাতন ধর্মের অনুসারী আর্যরা যে পুস্তক ব্যবহার করত, তা ঋকবেদ। এতে ১০২৮টি স্তোত্র বিধৃত ছিল। যা সম্ভবত ১৫০০ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত ও গ্রন্থিত। পরে যে তিনটি বেদ রচিত হয়, তা মূলত ঋকবেদেরই ধারক ও বাহক। যেমন, সামবেদ ঋকবেদের কয়েকটি স্তোত্র সংকলিত আছে, যা ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যহীন। যজুর্বেদ (ঋকবেদের দুই শতাব্দী পরে সংকলিত) ঋকবেদের বলিয়ান বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া। আর অথর্ববেদ হল পুরোহিতদের ব্যবহারিক বিধানমালা।

ঋকবেদে বেশ কয়েকজন দেবীর বর্ণনা আছে। যেমন, পৃথ্বী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি ও অরণ্যানী (বনদেবী)। পরবর্তীসময়ে আর্যজাতির আর একটি শাখা যখন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তখন ইন্দো ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গ্রিক জিউস ও রোমান জুপিটারের ধারায় পুরুষ প্রকৃতিকে ধরে মাতৃদেবীর স্থলে, পিতৃদেব স্থান পায় এবং স্বর্গদেবতা দাউসের আবির্ভাব হয় যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে। তারপর বায়ু, সূর্য, বিষ্ণু, অগ্নি, অশ্বিনী ইত্যাদির কথা এবং আনুষঙ্গিক আরও সব।

What Is The History of Hinduism?

ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে, 'হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি বেদ। ঋগবেদ অর্থাৎ ঋকসংহিতা জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, যা তিলকের মতে ৪৫০০ খ্রি. পূর্বে রচিত। এখানে একটি মহাদেবের অর্থাৎ মহাদেবতা উপাসনার কথা আছে। ঋকবেদের পুরুষসুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে রয়েছে : 'পুরুষ এবেদং সর্বম যদ ভূতম যশ্চভ্রম্যম' অর্থাৎ বর্তমানে যা আছে, অতীতে যা ছিল এবং ভবিষ্যতে যা হবে, সে সমস্তই পুরুষ। দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্রে 'একং সদ্বিপ্রা বহুদা বদন্তি' এই দেবতা একই, বিপ্রগণ বহু বলেন।' হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, 'অনেক হিন্দু মনে করেন বেদ একটি প্রেরিত পুস্তক। 'বিদ' শব্দ থেকে 'বেদ'-উৎপত্তি। এটি সেকালের চলমান জ্ঞানের সংকলন মাত্র। সেকালে কোন পৌত্তলিকতা ছিল না, দেবতাদের জন্যও কোন মন্দির ছিল না। আস্তে আস্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের মনে ধারণা জন্ম নেয়। প্রথমে অলিম্পিয়ানদের মত ঈশ্বরের অবস্থান ছিল, পরে একেশ্বরবাদ, তারপর -এর ধারণা বা মনিবাদের জন্ম। এসব ঘটনা ঘটতে প্রায় একশো বছর লেগে যায়। তারপর বেদের শেষে অবস্থা। অর্থাৎ বেদযুক্ত অস্ত থেকে বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। আদিম বেদের কালে আর্যদের জীবন সম্পর্কে বেশি সচেতনতা ছিল, আত্মার প্রতি তত দৃষ্টি দেয়ার সময় ছিল না। পরে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে, অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদের উৎপত্তি হয়।' (Discovery of India, page 59)।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে উপনিষদ বেদের সমান্তরাল না হলেও সন্নীকটবর্তী। উপনিষদ শব্দের অর্থ হল অতি নিকটে থেকে যে বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়, একে 'গুহ্যজ্ঞান'ও বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর কোথায় এবং কীভাবে বিরাজমান, মানুষ ও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে উপনিষদের মুখ্য আলোচনা। যে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় তাকেই উপনিষদ বলে। উপনিষদ হচ্ছে বেদের সারাংশ এবং বেদের সেই অংশ যেখানে শুধুমাত্র পারমার্থিক জ্ঞান নিয়েই উপদেশাবলী দেয়া হয়েছে।

উপনিষদে দেবতাদের কোন স্থান নেই, একমাত্র ব্রহ্মাই বা ঈশ্বরই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। উপনিষদে বলা হয়েছে যে জগতের মূলে আছেন এক ব্রহ্ম। তিনি সত্য, চৈতন্যময় ও জ্ঞেয়; আর অন্য সমস্ত অসত্য, জড় ও অজ্ঞেয়। জীব এবং ব্রহ্ম এক, এই দুইয়ের কোন পার্থক্য নেই। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পেলেই জীবের মুক্তি হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হচ্ছে জীবের একমাত্র কামনা। উপনিষদের মোট সংখ্যা এগারো। যেমন- ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বর। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

বৈদিক যুগের ধর্মদর্শনসমূহ খুবই কঠিন ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে সাধারণ ধর্মানুসারীগণ হিন্দুধর্মের প্রকৃত আশ্বাদ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বৈদিক যুগে অর্থাৎ যে সময়কালে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল তখন পুজা অর্চনায় কোন মূর্তি বা দেবদেবীর প্রতিকৃতি ছিল না। হিন্দু ধর্মাচারসমূহকে অনুসারীগণের মধ্যে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে গল্প কথায় ধর্মকে সাধারণের কাছে পরিচিতকরণের কাহিনী রূপককেই পুরাণ বলা হয়। পুরাণ গ্রন্থে সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে।

The History of Hindu India (English narration and English subtitles)

পুরাণ গ্রন্থসমূহের মূল সংখ্যা আঠারো। এগুলি যথাক্রমে ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবদ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মৎস পুরাণ, কুর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এ গ্রন্থগুলোর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ যে সময়ে পুরাণ রচিত হতে শুরু হয় তখন সনাতন ধর্মের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হতে দেখা যায়।

বৈদিক ধর্ম ও দর্শনকে লোকায়ত চেতনার অনুসঙ্গী করার প্রচেষ্টায় পুরাণের উদ্ভব ঘটে। বৈদিক আর্যদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান ছিল দুশ্চর যজ্ঞকেন্দ্রিক। কিন্তু পুরাণ পরিণয়নকালে সেই ধর্মানুষ্ঠানকে পূজা-পার্বণ ও ব্রতকেন্দ্রিক করা হয়। পুরাণেই দেবদেবীদের মানবায়ন ও জীবের আকৃতি দেওয়া হয়। পুরাণেই হিন্দুধর্মের এখনকার বর্তমান প্রচলিত পৌত্তলিকতার বীজ রোপিত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেদ ও উপনিষদ বহির্ভূত বহু সংখ্যক দেবদেবীর কল্পনা, মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ, বর্তমান পদ্ধতিতে তাদের পূজার্চনার পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রভৃতি পুরাণেরই অবদান। অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, পুরাণের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই হিন্দু সমাজের বর্তমান কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মনে করেন, 'মূর্তিপূজার সূচনা এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের উর্দ্ধে নয়' (মূর্তিপুজার গোড়ার কথা)। আল বেরুনী তাঁর ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থে হিসেবে করে দেখিয়েছেন যে মুলতানের রক্তবর্ণের চর্মাকৃত এবং রক্তবর্ণের চক্ষু-তারকা বিশিষ্ট আদিত্য (সূর্য) দেবের কাষ্ঠমূর্তিটি 'কৃত্য' যুগের শেষে নির্মিত হয়ে থাকলে এখন থেকে তার সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ২,১৬,৪৩২ বছর। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশ্বকোষের অভিমত : Purans disorderd geneologis of kings compounded with legends, put in present from fourth century A. D. and latter (W. L. Lenger)। ডব্লিউ এল লেঙ্গারের মতে, যিশুখ্রিষ্টের ৪০০ বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে। ডক্টর বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের মতে, পুরাণ রচনার সময়কাল প্রায় ২,৫০২ খ্রি.পূ. ২৫৬৩ খ্রি. পূর্বের মধ্যকাল ("বেদ ও পুরাণের ভিত্তিতে ধর্মীয় ঐক্যের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বৃষ্টির মধ্যে কলকাতার রাস্তায় ক্যাটরিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাজির হয়েছেন কলকাতায়। পরনে ছিল ল্যাভেন্ডার রঙের চুড়িদার। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন এ শহরে বলিউড কুইন?

একটি শোরুমের উদ্বোধন করতে কলকাতা শহরে এসেছিলেন ক্যাটরিনা। এক গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার ভিআইপি রোড এবং গড়িয়াহাটের শোরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতেই বলিউড সুন্দরীর কলকাতায় আসা।

হালকা বৃষ্টির মধ্যেই শোরুমের সামনে এসে দাঁড়ায় অভিনেত্রীর গাড়ি। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই অভিনেত্রীকে দেখতে এসেছিলেন ভক্ত ও অনুরাগীরা। এমন পরিস্থিতেই গাড়ি থেকে নামেন ক্যাটরিনা। সেই অবস্থাতেই হাসি মুখে শোরুমের ভিতরে চলে যান। তারপর মঞ্চেও আসেন ক্যাটরিনা।

ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাটরিনা বলেন, এখানে আসতে সত্যিই ভাল লাগে। দারুণ সুন্দর একটা শহর। বহুদিন বাদে এখানে এসে খুবই ভাল লাগছে।

মহানায়কের জন্মদিন ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সদা হাস্যোজ্জ্বল এক দীপ্ত প্রতীভা। উত্তম কুমার- নামটা শুনলেই চোখে ভাসে তার অবয়ব। পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত দুই বাংলার দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তিনি আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন তিনি। মহানায়কের ৯৮তম জন্মদিন ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর।

১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন কিংবদন্তি এ অভিনেতা। আসল নাম ছিল অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সিনেমায় এসে নিজের নাম পাল্টে রাখেন উত্তম কুমার। শিক্ষাজীবন শেষ না করেই কলকাতা পোর্টে কেরানির চাকরি শুরু করেন সংসারের হাল ধরতে। কিন্তু অভিনয়ের পোকাটা থেকে গিয়েছিল মাথায়। রুপালি পর্দায় উত্তম কুমারের যাত্রা শুরু 'মায়াডোর' নামের একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ছবিটি মুক্তি পায়নি। এরপর প্রথম ছবি হিসেবে 'দৃষ্টিদান' ছবিটি মুক্তি পেলেও সেটি আলোচনায় আসেনি। 'বসু পরিবার' ছবিটি দিয়ে খানিকটা পরিচিতি আসে। ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবি দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে ঝড় তোলেন উত্তম কুমার। এই ছবির মধ্য দিয়েই বাংলা চলচ্চিত্রে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পান তিনি। বাংলা সিনেমায় শুরু হয় উত্তম যুগ। পাঁচ থেকে ছয়ের দশকে 'হারানো সুর', 'পথে হল দেরী', 'সপ্তপদী', 'চাওয়া পাওয়া', 'বিপাশা', 'জীবন তৃষ্ণা' আর 'সাগরিকা'-এর মতো কালজয়ী সব ছবির পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত মুখ হয়ে ওঠেন উত্তম।

সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তার জুটি ছিল তুমুল জনপ্রিয়। একাধিক সিনেমার জন্য এ জুটি কালজয়ী হয়ে আছে। এ ছাড়া সুপ্রিয়া দেবী, তনুজাসহ আরও অনেক নায়িকার সঙ্গেই সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন উত্তম। তবে জুটি হিসেবে বেশি সাফল্য পেয়েছেন তিনি নায়িকা সুচিত্রা সেনের সঙ্গেই। এই জুটির ৩০টি সিনেমার মধ্যে ২৯টিই হিট ছিল।

উত্তম কুমার শুধু যে বাংলা সিনেমাতেই অভিনয় করেছেন তা কিন্তু নয়। বেশ কয়েকটি হিন্দি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। তার অভিনীত হিন্দি চলচ্চিত্রের মধ্যে 'ছোটিসি মুলাকাত', 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্যারিয়ারে অভিনয়ের জন্য ১৯৬৭ সালে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ও 'চিড়িয়াখানা' সিনেমার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই ৫৪ বছর বয়সে উত্তম কুমার চিরবিদায় নেওয়ার পরও বাংলার মানুষের মনে থেকে গেছেন মহানায়ক হয়েই। যত দিন বাংলা সিনেমা আছে, তত দিন উত্তম কুমার নামটিও অমর হয়ে থাকবে।

জেলে বসেও জ্যাকুলিনের প্রেমে ব্যাকুল সুকেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় ২০০ কোটি রুপির আর্থিক তছরুপের মামলায় অভিযুক্ত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর। বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা প্রায় সকলেরই জানা। কনম্যান সুকেশের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন 'কিক' খ্যাত অভিনেত্রী। সেই সম্পর্কের জেরে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি তাকে। প্রতারণাকাণ্ডের তদন্তের কারণে গত এক বছরে একাধিকবার আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে জ্যাকুলিনকে। শুধু তাই-ই নয়, অভিনেত্রীর বিদেশযাত্রাতেও জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। যদিও সম্প্রতি শিথিল হয়েছে সেই কড়াকড়ি। এই মুহূর্তে দিল্লির মান্ডোলি জেলে রয়েছেন সুকেশ। জেলে বসেও প্রেমেই মজে আছেন কনম্যান। দূরত্ব সত্ত্বেও জ্যাকুলিনের প্রতি প্রেম ফিকে হয়নি সুকেশের। বরং জেল থেকে একাধিকবার অভিনেত্রীকে প্রেমপত্র লিখেছেন তিনি। সম্প্রতি সুকেশের লেখা সেই প্রেমপত্রেই মিলল 'জাওয়ান' যোগ!

গত ৩১ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে শাহরুখের পরবর্তী ছবি 'জাওয়ান'-এর ট্রেলার। তার দিন কয়েক আগে প্রকাশ্যে এসেছিল ছবির প্রেমের গান 'চলেয়া'। সেই গানে শাহরুখ ও নয়নতারার রসায়ন নজর কেড়েছিল দর্শকের। জেলে বসে সেই গান শুনেছেন সুকেশও। শুধু তাই-ই নয়, গান শুনে নাকি আনন্দে নেচে উঠেছিলেন তিনি, দাবি কনম্যানের। কারণ ওই প্রেমের গান শুনে নাকি জ্যাকুলিনের কথাই মনে পড়েছিল তার, দাবি সুকেশের। এমনকি, 'প্রেমিকা' জ্যাকুলিনকে ওই গান নাকি নিবেদনও করেছেন তিনি! সম্প্রতি জ্যাকুলিনকে লেখা প্রেমপত্রে সেই কথা উল্লেখ করলেন সুকেশ। জ্যাকুলিনের উদ্দেশে সুকেশ লেখেন, "তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে আমি দেশে সেরার সেরা পশুপাখির চিকিৎসার হাসপাতাল বানাবো। আমার লোকেরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে, ১১ সেপ্টেম্বর থেকে বিল্ডিং বানানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। পরের বছর ১১ আগস্ট থেকে হাসপাতাল চালু করার কথা ভেবেছি, কারণ ওই দিনই তোমার জন্মদিন!"

জ্যাকুলিনের ইচ্ছাপূরণে নাকি কোনও খামতি রাখছেন না সুকেশ। পশুপাখির হাসপাতালের জন্য গোটা দেশের সেরা চিকিৎসকদের নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছেন তিনি!

জ্যাকুলিনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি সব করতে পারেন, এই দাবি এর আগেও একাধিকবার করেছেন কনম্যান সুকেশ। যদিও নিজের পক্ষ থেকে সুকেশের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কখনওই জনসমক্ষে স্বীকার করেননি বলিউড অভিনেত্রী। তাতে অবশ্য নির্বিকার সুকেশ। জেলে বসেই 'প্রেমিকা'কে একের পর এক প্রেমপত্র লিখে চলেছেন ২০০ কোটি রুপির তছরুপে অভিযুক্ত কনম্যান।

গডফাদার থাকলে আমিও বড় বাজেটের সিনেমা পেতাম : আমিশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০০ সালে 'কাহো না পেয়ার হ্যায়' দিয়ে বলিউডে অভিষেক আমিশা প্যাটেলের; আর প্রথম ছবিই পেয়েছিল অভাবনীয় সাফল্য। এতেই পেয়েছিলেন ফিল্মফেয়ারের মতো সম্মাননা। এরপর কাজ করেন একটি তেলেগু সিনেমা বদ্রি-তে, সেটিও ছিল হিট। এর পরের বছর মুক্তি পায় 'গাদার : এক প্রেম কথা'; সেই ছবিও ব্লকবাস্টার। এরপর গাদার ২'-এর সাফল্যে আপ্লুত আমিশা , মুক্তির পর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ছবিটির আয়। মুক্তির ২০ দিনেই প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে এই ছবি। সাফল্যের চওড়া হাসি গোটা টিমের মুখে, চলছে সেলিব্রেশন পর্ব। তবে সম্প্রতি এক মন্তব্যের কারণে বেশ সমালোচিত আমিশা। এক সাক্ষাৎকারে ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন নিয়ে কথা বললেন তিনি। জানান, তাকে টার্গেট করা হয়েছিল, এমনকি তার সিনেমা বক্স অফিসে না চললে তিনি ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোনো সাহায্যই পাননি। কারণ চলচ্চিত্র পরিবার থেকে তিনি বলিউডে আসেননি।

আমিশা আরও বলেন, আমি যদি চলচ্চিত্র সমিতির অংশ হতাম, আমার যদি একজন গডফাদার থাকত, তাহলে সিনেমা না চললেও বলিউডের বড় বড় প্রজেক্টে আমি ডাক পেতাম। যদিও আমি সেসব নিয়ে ভাবি না। হতে পারে, আমার জন্মই হয়েছে শুধু ব্লকবাস্টার ছবিতে কাজ করার জন্য। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার অভিনয় করা একটি ছবি বক্স অফিসে ব্যবসা করতে না পারায়, তিনি নিজের পারিশ্রমিক পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইউএস ওপেন থেকে

বিদায় চ্যাম্পিয়ন সিওনতেকের

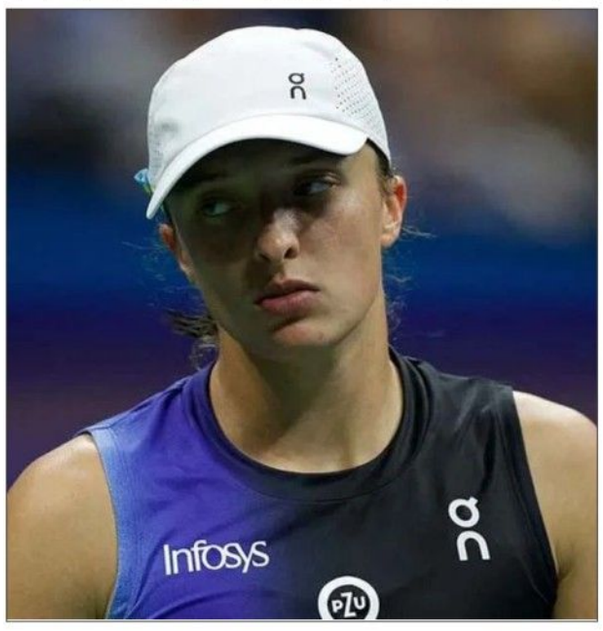

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিলেন নারী এককের চ্যাম্পিয়ন ইগা সিওনতেক। পোলিশ এই কন্যা হেরে বসেন লাটভিয়ার ২০তম বাছাই জেলেনা ওস্তাপেঙ্কোর কাছে।

শেষ ষোলো রাউন্ডে ১ ঘণ্টার ৪৮ মিনিটের লড়াইয়ে সিওনতেক প্রথম সেট ৩-৬ ব্যবধানে জিতলেও পরের দুই সেটে হারেন ৬-৩, ৬-১ ব্যবধানে। এই হারে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানও হারালেন সিওনতেক। ৭৫ সপ্তাহ চূড়ায় থাকার পর এবার তার জায়গায় বসতে যাচ্ছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে সিওনতেকের বিপক্ষে জয়ের ধারা বজায় রাখলেন ওস্তাপেঙ্কো। আগের তিন দেখাতেও সিওনতেককে হারিয়েছেন তিনি। লাটভিয়ার এই তারকা বলেন, 'আমি সব সময় ইগার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের আশা করি। সে অসাধারণ খেলোয়াড়, বেশ কয়েকটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছে এবং বেশ ধারাবাহিক। আমি জানতাম আমাকে আগ্রাসী হতে হবে, নিজের খেলাটা খেলতে হবে, কারণ সে এটাতে অস্বস্তিতে ভোগে। মনে হয়েছে যে আমি ভালো খেলেছে এবং তাকে খুব একটা সুযোগ দিইনি।'

কোয়ার্টার ফাইনালে কোকো গফের মুখোমুখি হবে ওস্তাপেঙ্কো।

১৫ বছর পর পাকিস্তানে

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের মধ্যেই পাকিস্তান সফরে গেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চার কর্তা। দলে রয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিন্নী ও সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। তবে বোর্ড সচিব জয় শাহ যাননি পাকিস্তানে। ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে এত দিন পাকিস্তানে যাননি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি। ১৫ বছর পরে সে দেশে গেলেন বিন্নীরা।

সোমবার স্থলপথে ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা। তাদের জন্য ছিল কড়া সুরক্ষা বন্দোবস্ত। পাকিস্তানে ঢুকে সরাসরি লাহোরে গিয়েছেন তারা। সেখানে পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ভারতীয় প্রতিনিধিদের। পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে সেই হোটেলেই থাকছেন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা। এশিয়া কাপের মাঝে বিসিসিআই কর্তাদের পাকিস্তানে যাওয়ার ক্রিকেটীয় গুরুত্ব যথেষ্ট বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

লাহোরে বিসিসিআই কর্তাদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। পাকিস্তানে দু'দিন থাকবেন বিন্নীরা। মঙ্গলবার লাহোরে শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্যাচ রয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মাঠে থাকতে পারেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা। সুপার ফোরে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ দেখতেও যেতে পারেন তারা।

লাহোরে গিয়ে সাংবাদিকদের শুক্ল বলেন, 'পাকিস্তান এশিয়া কাপের আয়োজক দেশ। সেই কারণেই আমরা এসেছি। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি খুঁজতে যাবেন না। দু'দিনের সফরে এসেছি আমরা। পঞ্জাবের গভর্নর আমাদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে যাব আমরা।'

নিউজিল্যান্ড শিবিরে স্বস্তি;

বিশ্বকাপ দলে উইলিয়ামসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএল খেলতে গিয়ে চোটে পড়েন কেন উইলিয়ামসন। ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে। ফলে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন এই কিউই তারকা। তবে স্বস্তির খবর, সেই চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপ দিয়ে আবারও মাঠে ফিরছেন তিনি! বিশ্বকাপের জন্য এখনও স্কোয়াড ঘোষণা করেনি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। তবে উইলিয়ামসন যে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকছেন সেটি নিশ্চিত করেছে এনজেডসি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ তারা জানিয়েছে, 'আইপিএলে খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন উইলিয়ামসন। সেটার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ফলে অক্টোবরে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টে (বিশ্বকাপে) তাকে পাওয়া যাবে।'

আইপিএলের গত আসরে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন। তবে উদ্বোধনী ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে ছিটকে যান টুর্নামেন্ট থেকেই। এরপর নিউজিল্যান্ডে ফিরে অস্ত্রোপচার করান তিনি। তখন খবর বের হয়েছিল- বিশ্বকাপ খেলার জন্য ফিট না হলে, মেন্টর হিসেবে দলের সঙ্গে ভারতে যাবেন তিনি। তবে কিউই ক্রিকেট ভক্তদের জন্য স্বস্তির খবর, মেন্টর নয় দলটির অধিনায়ক হিসেবেই ভারতে পা রাখবেন উইলিয়ামসন। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করবে এনজেডসি।

ভারতের বিশ্বকাপ দল চূড়ান্ত,

১৫ জনের স্কোয়াডে থাকছেন যারা

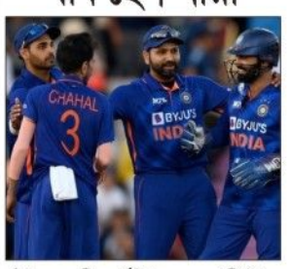

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে আগামী অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপের দল ঠিক করে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। শনিবার রাতে ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে তারা। যদিও এই দলকেই চূড়ান্ত দল বলছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করা হতে পারে। তবে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত দল ঘোষণা করার শেষ সময়।

নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগারকার শ্রীলঙ্কায় উড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন রোহিত এবং কোচ দ্রাবিড়ের সাথে আলোচনা করার পর স্কোয়াড নির্ধারণ করে ফেলেন। প্রথম ইনিংসের পর শনিবার ভারত-পাক ম্যাচে আর খেলা হয়নি। বৃষ্টিতে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পরেই রোহিত-দ্রাবিড়-আগারকারের বৈঠক হয়। ভারতীয় ঘোষিত এই দলে জায়গা হয়নি সঞ্জু স্যামসনের। এছাড়া তিলক বর্মা এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ আলোচনায় থাকলেও সুযোগ পাননি তারা। এবারও কপাল পুড়েছে স্পিনার যুজভেন্দ্র চাহালের। প্রত্যাশা মতোই বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত। ফর্মে থাকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঈশান কিষাকে বিশ্বকাপের দলে রাখা হচ্ছে। সঞ্জুর লড়াই ছিল মূলত তার সঙ্গে। বাঁহাতি আগ্রাসী ব্যাটারকেই বেছে নিয়েছেন রোহিত, দ্রাবিড়েরা। ব্যাটার হিসাবে রোহিত ছাড়াও দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব। চার জন অলরাউন্ডারকে রাখা হয়েছে দলে। তারা হলেন হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর পটেল এবং শার্দুল ঠাকুর। পেসারদের মধ্যে আছেন জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি এবং মোহাম্মদ সিরাজ। স্পিনার হিসাবে রয়েছেন কুলদীপ যাদব।

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে হবে। ৪ সেপ্টেম্বর বিকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের প্রাথমিক দল বেছে নেবেন নির্বাচকেরা। সেই বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে দল ঘোষণা করা হবে। সে দিন এশিয়া কাপে ভারত-নেপাল ম্যাচ রয়েছে। তাই শনিবার রাতেই কোচ এবং অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিয়েছেন আগারকর। জেনে নিয়েছেন তাদের মতামত। বিশ্বকাপে দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে চাননি তারা।

ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড (সম্ভাব্য): রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সামি, মোহাম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব।

ওসাসুনার বিপক্ষে

বার্সেলোনার কষ্টার্জিত জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগায় শেষ মুহূর্তে পাওয়া গোলে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। ওসাসুনার মাঠে শুরুতে জুলস কুন্দের গোলে এগিয়ে গিয়েও সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি জাভি হার্ন্দান্দেজের দল। তবে ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টিতে বার্সাকে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট এনে দিয়েছেন রবার্ট লেভান্ডোভস্কি।

বার্সার শুরুটা ভালো হয়েছিল। দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো তারা। ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াংয়ের শট পোস্টে আঘাত করে এবং ফিরতি বল গোলবারের বাইরে দিয়ে মারেন লেভান্ডোভস্কি। কয়েক মিনিট পর ইকে গুন্ডোগান সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। বক্সের ভেতরে আলগা বল পেয়েও লক্ষ্যে শট নিতে পারেননি। তার আগে লামিনে ইয়ামালের শট ডিফেন্ডারদের দেয়ালে লাগে। তবে প্রথমার্ধের ঠিক আগমুহূর্তে লিড পায় বার্সা। গুন্ডোগানের নেওয়া কর্নার থেকে হেডে গোল করেন ফরাসি ডিফেন্ডার জুলস কুন্দে। বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৭৬ মিনিটে দুর্দান্ত শটে ওসাসুনাকে সমতায় ফেরান বদলি হিসেবে নামা চিমি আভিলা। স্বাগতিকদের সমতায় ফেরার আনন্দ খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। বক্সের ভেতর বার্সা স্ট্রাইকার লেওয়ানডস্কিকে ফাউল করে লাল দেখার সঙ্গে পেনাল্টিও উপহার দেন আলেসান্দ্রো কাতেনা। স্পট কিক থেকে বার্সাকে জয়সূচক গোল এনে দেন লেভা।

এই জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে বার্সা। আর ৪ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।

জোড়া গোল করিয়ে

এমএলএস চ্যাম্পিয়নদের হারালেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে মেসি গোলের দেখা না পেলেও সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন জোড়া গোল

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেয়েছে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। তবে গোলের দেখা পাননি আর্জেন্টাইন তারকা।

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে মেসি গোলের দেখা না পেলেও সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন জোড়া গোল। এতে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয় পেয়েছে টাটা মার্টিনোর দল। ম্যাচে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে মায়ামি। সুফল মেলে ১৪ মিনিটে। আর্জেন্টাইন সেন্টার-ব্যাক টমাস অ্যাভিলেসের কাছ থেকে বল পেয়ে জালে জড়ান আরেক আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ফাকুন্দো ফারিয়াস। বিরতির আগে ডিয়েগো গোমেজের পাস থেকে মেসি লক্ষ্যে শট নেন। কিন্তু এলএএফসি গোলকিপার জন ম্যাককার্থি তাকে রুখে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবারও গোল। এবার বক্সের বাইরে থেকে দারুণভাবে মেসি বল বাড়ান জর্ডি আলবার উদ্দেশে। নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এই স্প্যানিশ তারকা। ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও অবশ্য হাল ছাড়েনি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু নিজেদের ভুলে গোল পাওয়া হচ্ছিল না তাদের। ৮২ মিনিটে মেসি মাঝমাঠ থেকে দৌড়ে বল নিয়ে এগোতে থাকেন। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জের মুখে তিনি ডানপাশে বল বাড়ান লিও কাম্পানার কাছে। কাম্পানা গোলকিপারের ডানপাশ দিয়ে জাল কাঁপান। গোল না করেও দুটি অ্যাসিস্টে মায়ামির জয়ের নায়ক আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

১৮ বছর পর

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সার্জিও রামোসের শুরুটা হয়েছিল সেভিয়ার ইয়ুথ দলের হয়ে। এরপর ২০০৫ সালে সেভিয়ার সিনিয়র দল থেকে যোগ দেন রিয়ালে। সেখানে তিনি ১৬টি বছর কাটান। ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ফ্রান্সে পাড়ি দিয়ে যোগ দেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইতে (পিএসজি)। দুই বছর ফ্রান্সে কাটিয়ে অবশেষে সোমবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। তাও আবার সেই শৈশবের ক্লাব সেভিয়ায় যোগ দিয়ে।

বিনা দল-বদল ফি-তে পিএসজি ছেড়ে স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়ায় যোগ দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী রামোস। তাকে দলে নিতে আগ্রহী ছিল তুরস্কের ক্লাব, মেজর লিগ সকারের ক্লাব এবং সৌদি আরবের ক্লাব। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিতেই যোগ না দিয়ে নিজ শহরের ক্লাব যোগ দিয়েছেন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রামোস। দেড় যুগ তথা ১৮ বছর পর ঘরের ছেলে ফিরে এলো ঘরে।

শহরে পা দিয়েই রামোস বলেছেন, 'এটা আমার জন্য একটি বিশেষ দিন। ঘরের ফেরার আনন্দ আসলে অন্যরকম। অবশেষে ফেরা হলো। ধন্যবাদ আমাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য।'

তিনি আরও বলেন, 'আসলে স্পেন ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো মানে নেই। আমি এখানে (সেভিয়া) আসাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ, আমি মনে করি সেভিয়ায় ফেরাটা আমার বাবা ও দাদার প্রতি এক ধরনের ঋণ ছিল আমার। অবশেষে সেই ঋণ শোধ হলো। এখানে ফেরার মানে অনেক।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR